রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ২৯, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬/২৯ মে ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.১৬১–বরেণ্য সঙ্গীতশিল্পী জনাব সুবীর নন্দী গত ০৭ মে ২০১৯ তারিখে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

২। জনাব সুবীর নন্দীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬/২৭ মে ২০১৯ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ / ২৭ মে ২০১৯

বরেণ্য সঙ্গীতশিল্পী জনাব সুবীর নন্দী গত ০৭ মে ২০১৯ তারিখে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

সুবীর নন্দী ১৯৫৩ সালে হবিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালে তৃতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি সঙ্গীতচর্চা শুরু করেন। অনন্য কণ্ঠবৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, প্রতিভাধর এই কণ্ঠশিল্পী ১৯৬৭ সালে সিলেট রেডিওতে তালিকাভুক্ত শিল্পী হিসাবে গণমাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন। জনাব সুবীর নন্দী ১৯৭০ সালে ঢাকা রেডিওতে রেকর্ডিংয়ের মধ্য দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে সঙ্গীতাঙ্গনের ব্যাপ্ত পরিসরে তাঁর দৃপ্ত পদচারণার সূচনা করেন। অতঃপর তিনি ১৯৭৬ সালে 'সূর্যগ্রহণ' চলচ্চিত্রে কণ্ঠদান করেন। তিনি টেলিভিশনেও নিয়মিতভাবে সংগীত পরিবেশন করে গেছেন।

ধ্রুপদি কণ্ঠের অধিকারী সুবীর নন্দী সঙ্গীত জীবনের সূচনা লগ্নেই অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে দেশের সঙ্গীতজগতে স্বীয় অবস্থান সুসংহত করেন। অসাধারণ এই শিল্পী আধুনিক বাংলা গানে এক নতুন হালকা ও মিশ্র-ধ্রুপদি ধারার সূচনা করেন। তিনি বেতার, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রে অসংখ্য জনপ্রিয় গানে কণ্ঠদান করেছেন। আধুনিক বাংলা গানের অবিস্মরণীয় এই কণ্ঠশিল্পী তাঁর সুদীর্ঘ ৪৩ বছরের সফল সঙ্গীতজীবনে প্রায় আড়াই হাজারেরও বেশি গান গেয়ে গেছেন।

'সুবীর নন্দীর গান' নামে ১৯৮১ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম একক অ্যালবাম সর্বমহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় এই শিল্পীর গাওয়া উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে — 'আমার এ দুটি চোখ', 'বন্ধু হতে চেয়ে তোমার', 'বৃষ্টির কাছ থেকে', 'দিন যায় কথা থাকে', 'একটা ছিল সোনার কন্যা', 'ও আমার উড়াল পঙ্খিরে', 'হাজার মনের কাছে', 'কত যে তোমাকে বেসেছি ভালো', 'পাহাড়ের কান্না দেখে', 'তোমারই পরশে জীবন আমার', 'পাখিরে তুই দূরে থাকলে' ইত্যাদি।

জনাব সুবীর নন্দী বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গীতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ চারবার 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার' এবং চারবার 'বাচসাস' পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। এছাড়া সংগীতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ২০১৯ সালে 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হয়।

ব্যক্তিজীবনে সুবীর নন্দী ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল, বিনয়ী, পরোপকারী ও বন্ধুবৎসল একজন মানুষ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। চিকিৎসা চলাকালে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে উন্নততর চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে প্রেরণ করেন।

জনাব সুবীর নন্দীর মৃত্যুতে দেশের সংগীতজগতে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা। জাতি এক নিবেদিতপ্রাণ মহান শিল্পীকে হারাল।

মন্ত্রিসভা জনাব সুবীর নন্দীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে। মন্ত্রিসভা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতিও গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd